সমকাল

তারিখ 15 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

সরকারি বাঙলা কলেজ

ছাত্রলীগের সেই নেতার বিরুদ্ধে আরেক ছাত্রীর অভিযোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরের সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি মুজিবর রহমান অনিকের বিরুদ্ধে এবার সংগঠনের এক নেত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যৌন হয়রানির অভিযোগে দায়ের করা মামলা তুলে নিতে এ হুমকি দেওয়া হয় বলে দাবি ভুক্তভোগীর। এ ঘটনায় তিনি মিরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছেন। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ছাত্রলীগ নেতা অনিক। এর আগে একই কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রী ফাতেমা-তুজ-জোহরা বৃষ্টির আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলাতেও তিনি অভিযুক্ত ছিলেন।

বাঙলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী সমকালকে বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর কলেজ চত্বরে তাকে যৌন হয়রানি করেন ছাত্রলীগ নেতা অনিকের পক্ষের কর্মী বিল্লাল হোসেন রাজু, জয়নাল আবেদীন ও রাসেল। এ ঘটনায় দারুসসালাম থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তারা জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করে। তাদের পক্ষ নিয়ে ছাত্রলীগ নেতা অনিকও ওই ছাত্রীকে মামলা তুলে নিতে চাপ দেন। তার কথা না শুনলে হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেন। ১৬ নভেম্বর কলেজ এলাকায় তার ওপর হামলাও চালানো হয়। অব্যাহত হুমকির মুখে তিনি গত ১ ডিসেম্বর অনিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে জিডি করেন। এখন তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ নেতা মুজিবর রহমান অনিক সমকালকে বলেন, রাজনৈতিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করা হচ্ছে। যে তিনটি ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা ছাত্রলীগের কোনো পদে নেই। তার পরও অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের সংগঠন থেকে মৌখিকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে একই কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রী ফাতেমা-তুজ-জোহরা বৃষ্টির আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় আসামি ছিলেন অনিক। বাঙলা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এইচএম জাহিদ মাহমুদের সঙ্গে বৃষ্টির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। একপর্যায়ে তিনি বিয়ের জন্য চাপ দিলে জাহিদ অস্বীকৃতি জানান। কলেজ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অনিক বৃষ্টির পরিবারকে হুমকি দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এসব সহ্য করতে না পেরে গত ১৩ জুন শেওড়াপাড়ার বাসায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান বৃষ্টি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ জুন তার মৃত্যু হয়।